MAR 05 2000

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২...

এসএসসি পরীক্ষা

নকলের মহোৎসব অব্যাহত

বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যাপক সংঘর্ষ গুলী ২ শতাধিক আহত ঃ বহিষ্কার ৬ হাজার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এসএসসি পরীক্ষার ২য় দিনে গতকাল ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায়ও সারাদেশে নকলের মহোৎসব অব্যাহত ছিল। প্রথম দিনের ন্যায় গতকালও ব্যাপক সংঘর্ষ, গুলী, টিয়ারগ্যাস, লাঠিচার্জ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ম্যাজিস্ট্রেট পরিদর্শকসহ ২ শতাধিক আহত হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার মাঝে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বহু জেলার কেন্দ্রগুলোতে আগের দিনের চেয়েও গতকাল নকলের মাত্রা ছিল আরও ব্যাপক। গতকাল সারাদেশে নকলের দায়ে ৬ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী এবং কমপক্ষে ৩০ জন হল পরিদর্শনকারী শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়। নকলের ব্যাপকতা দেখে বোর্ড কর্মকর্তারা এবারের এসএসসি পরীক্ষাকে 'নকলের প্রতিযোগিতা' বলে অভিহিত করেছেন। নকল করায় বাধা প্রদানে এবং কিছু নকলবাজকে বহিষ্কার করায় বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটে। এতে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, শিক্ষক, পরিদর্শক, ছাত্র, অভিভাবক ও বহিরাগত নকলবাজসহ ২ শতাধিক আহত হয়। পুলিশ গ্রেফতার করে দেড় শতাধিক নকলবাজ সন্ত্রাসীকে। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ১৪৪ ধারা জারির কথা বলা হলেও কার্যত তার কোন বাস্তবায়ন ছিল না। বহিরাগতরা অবাধে হলে ঢুকে বিভিন্ন স্থানে নকল সরবরাহ করেছে। অধিকাংশ স্থানে পুলিশ ছিল নিষ্ক্রিয়। গ্রামাঞ্চলের কেন্দ্রগুলোতে হল পরিদর্শনকারী শিক্ষকরাও এতে সহযোগিতা করেছে। বাইরে পুলিশের সাথে শাসকদলীয় ছাত্র-যুব কর্মীরাও তাদের সমর্থন যুগিয়েছে। এ অবস্থায় প্রশাসন অসহায় হয়ে পড়ে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসন নকল প্রতিরোধের ব্যাপারে এবার ব্যাপক হাঁকডাক করলেও তা ফাঁকা বুলিতে পরিণত হয়েছে। নকলবাজ ও বহিরাগত সহায়তাকারীদের ওপর প্রশাসনের কোন নিয়ন্ত্রণই ছিল না। নকলে বাধা দেয়ায় ও কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে নকলের দায়ে বহিষ্কার করায় বেশকিছু কেন্দ্রে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে। গতকাল পাবনায় নকলের দায়ে বহিষ্কারকে কেন্দ্র করে নকলবাজ ও তাদের সমর্থক জনতার হামলায় ম্যাজিস্ট্রেট, শিক্ষা কর্মকর্তা, দারোগা ও

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

নকলের মহোৎসব অব্যাহত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ডাক্তারসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়। উত্তেজিত জনতা তাদের গাড়ী ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ১৫ রাউণ্ড ফাঁকা গুলী বর্ষণ করে। কুষ্টিয়ায় গ্রেফতার করা হয় ১১৫ জনকে। দিনাজপুরে নকলে বাধা দেয়ায় ২ কেন্দ্রে হামলা ও ভাঙচুর হয়। কুমিল্লায় আহত হয় অর্ধশতাধিক। শাহজাদপুরে নকলে সহায়তা করার জন্য ৫ শিক্ষককেও বহিষ্কার করা হয়। এখানে সংঘর্ষে ১০ পুলিশসহ কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়। নীলফামারীতে নকল সরবরাহকারী এক যুবতীর হাতে লাঞ্ছিত হয় পুলিশ। টাঙ্গাইলে গ্রেফতার করা হয় ২১ জন ভুয়া পরিক্ষার্থী। গতকাল এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ঢাকা বোর্ডে সাড়ে ১২শ', রাজশাহীতে ২২শ' ২০, কুমিল্লায় সহস্রাধিক, যশোরে ৮শ' এবং চট্টগ্রামে ৪শ' বহিষ্কৃতের খবর পাওয়া গেছে।

কুমিল্লা থেকে এমজি মাহফুজ জানান, ইংরেজী ২য় পত্রের পরীক্ষায় গতকাল এই বোর্ডে সহস্রাধিক বহিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে কুমিল্লায় ২৬১, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৯০, ফেনীতে ৭৮, লক্ষ্মীপুরে ৭৯ জন। লক্ষ্মীপুরের এলএম হাইস্কুল কেন্দ্র থেকে নকলে সহায়তা করার দায়ে ২ শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়। বরুড়া ১ কেন্দ্রে তলাগ্রাম হাইস্কুল কেন্দ্রে ব্যাপক নকলের ছবি তুলতে গেলে নকলবাজ ও তাদের সাহায্যকারীরা সাংবাদিকদের ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে মারধর করে। এদিকে বিভিন্ন কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারী ও পুলিশের সাথে সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপে প্রায় অর্ধ শতাধিক আহত হয়েছে। চৌদ্দগ্রাম হাজী জলিল পাইলট হাইস্কুল, চান্দিনা বালিকা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, দাউদকান্দী আদর্শ হাইস্কুল ও নাঙ্গলকোট এআর হাইস্কুল কেন্দ্রের সচিবকে ব্যাপক নকলের জন্য শোকজ করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে গণ-নকল প্রতিরোধের জন্য পুলিশের পাশাপাশি বিডিআর মোতায়েনের জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়েছে। কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ তপন কান্তি চৌধুরী গতকাল অর্ধডজন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করে নকলের মহোৎসব দেখে বিস্মিত হন। তিনি এসব কেন্দ্র থেকে কয়েক বস্তা নকল উদ্ধার করেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর মেজর আবদুল হাফিজও গতকাল বেশকয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শন করে চরম অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

পাবনা থেকে মুরশাদ সুবহানী জানান, ইংরেজী ২য় পত্রের পরীক্ষায় নকলে বহিষ্কার করাকে কেন্দ্র করে গতকাল পাবনায় পুলিশ-ছাত্র-অভিভাবক-জনতার চতুর্মুখী সংঘর্ষে কমপক্ষে ৪০ জন আহত হয়েছে। বিক্ষুব্ধ লোকজন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, থানার এসআই ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তার জীপ এবং মোটর সাইকেলে অগ্নিসংযোগ করে। তারা দু'জন ম্যাজিস্ট্রেট ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত করে। উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ঠেকাতে পুলিশ ১৫ রাউন্ড গুলীবর্ষণ করে। এলাকাবাসী দাবী করেছে, পুলিশের গুলীতে আরও ৬ জন আহত হয়েছে। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, পাবনার ফরিদপুর থানায় ডেমরা কেন্দ্রের ৩১ জন এসএসসি পরীক্ষার্থীকে নকল করার অপরাধে বহিষ্কার করাকে কেন্দ্র করে গতকাল দুপুর ১২টার দিকে চতুর্মুখী সংঘর্ষ শুরু হয়। সূত্রমতে, এই বহিষ্কারের খবর ছড়িয়ে পড়লে পরীক্ষার্থীদের অভিভাবক ও নকল সরবরাহকারীরা গ্রাম থেকে বিপুলসংখ্যক লোকজনের ডেকে আনে। এরা ফালা, বল্লম, ইট-পাটকেল নিয়ে উক্ত কেন্দ্র আক্রমণ করে এবং ম্যাজিস্ট্রেট ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত করে। উত্তেজিত জনতা জীপসহ ৩টি যানবাহন পুড়িয়ে দেয়। পুলিশ এদের ছত্রভঙ্গ করতে গুলীবর্ষণ করে। কেন্দ্রের অপর পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা শেষের এক ঘন্টা আগেই কেন্দ্র ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এদের মধ্যে অনেকেই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

দিনাজপুর অফিস জানায়, ফ্রিস্টাইলে নকল করতে না দেয়ায় পরীক্ষা শেষে দু'টি কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। চিরিরবন্দর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে সকল পরীক্ষার্থী নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা দিতে না পারলেও প্রশাসন পরবর্তীতে পরীক্ষা সম্পন্ন এবং কলেজিয়েট বালিকা বিদ্যালয়ের হামলা-ভাঙচুর ঘটনায় মীমাংসার মাধ্যমে সুষ্ঠু সমাধান করার কৃতিত্ব নিয়েছে। ফলে মামলা হয়নি। দু'টি কেন্দ্রেই পুলিশ লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কুষ্টিয়া জেলা সংবাদদাতা জানান, জেলার এসএসসি পরীক্ষার ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রেও গতকাল বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যাপক নকলের মহোৎসব চলে। কুষ্টিয়ার ৬টি থানার কেন্দ্রগুলোতে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে গতকাল মোট বহিষ্কার হয়েছে ১৫৪ জন। কুষ্টিয়া শহরের একটি কেন্দ্র ও ৯টি উপকেন্দ্রে চলে ব্যাপক গণটোকাটুকি। অপর ৫টি থানায়ও চলে নকলের মহোৎসব। এ সময় পুলিশ নকল দেয়ার অভিযোগে কুষ্টিয়া সদর থেকে ৪৪ জন, কুমারখালীতে ১১ জন, মিরপুরে ৩৫ জন, ভেড়ামারায় ৫ জন, দৌলতপুরে ৯ জন এবং খোকসায় ১১ জনসহ মোট ১১৫ জনকে গ্রেফতার করে।

কলারোয়া (সাতক্ষীরা) নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, এসএসসি পরীক্ষার ১ম দিনে ৬ জন নিহত হবার ঘটনার ৩ দিন পরও কোন মামলা দায়ের বা কেউ গ্রেফতার না হওয়ায় শোকাহত জনতা ফুঁসে উঠছে। ঘটনার জন্য দায়ী সন্ত্রাসীদের নাম উচ্চারণে থানা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতির অপরাগতা প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইতিহাসের এই বর্বরতম জঘন্য ঘটনার কথা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সর্বস্তরের মানুষের মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছে। আর কলারোয়ায় প্রতিটি মানুষ পরিস্থিতি কোন্ দিকে মোড় নিচ্ছে তা জানার জন্য প্রচণ্ড উৎসুক হয়ে উঠছে। এই জঘন্যতম ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেফতার না করায় জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। এদিকে শিক্ষক সমিতির সভাপতি আঃ রউফ ইনকিলাবের সঙ্গে আলাপকালে কলারোয়া সরকারী কলেজ উপকেন্দ্রের সিঁড়িতে এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য দায়ীদের নাম জানতে পারলেও তা প্রকাশে অপারাগতা জ্ঞাপন করেন। এদিকে কয়েকটি দৈনিকে ঐ ঘটনার জন্য ছাত্রলীগের কতিপয় কর্মীকে দায়ী করে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে।

৭২ ঘন্টার মধ্যে রিপোর্ট দাখিলের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটি ঘটনার ৪৮ ঘন্টা পরে তদন্ত শুরু এবং তদন্তকারী অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনার জন্য দায়ী থানা প্রশাসনের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেন তা জানার জন্য সচেতন মহল উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। তবে তারা তদন্তের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে নাগরিক কমিটি গঠন করে বিচার ত্বরান্বিত করার দাবী উঠেছে। এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত কলারোয়া পৌর এলাকার মোড়ে মোড়ে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। টিএনও পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে চলফেরা করছে। চারিদিকে থমথমে অবস্থা বিরাজমান।

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, জেলার শাহজাদপুর উপজেলা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষার গতকাল (শনিবার) দ্বিতীয় দিনে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর খন্দকার খলিলুর রহমান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মনসুর রহমান উপস্থিত থেকে ৮৪ জন পরীক্ষার্থী এবং ৫ জন শিকক্ষকে বহিষ্কার করেছে। এদিকে গতকাল (শনিবার) শাহজাদপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারীদের স্রোত ঠেকাতে পুলিশ যখন লাঠিচার্জ শুরু করে তখন নকল সরবরাহকারীরা পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে। একপর্যায়ে বেশ কিছু পরীক্ষার্থীর অভিভাবক পুলিশের পক্ষ নিয়ে নকল সরবরাহকারীদের দিকে ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে। এ ঘটনায় ১০ জন পুলিশ ও ৩০ জন নকল সরবরাহকারী আহত হয়।